দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 24 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

15

আসন্ন এস, এস, সি পরীক্ষা ও কিছু কথা–

আগামী ২রা মে চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এস, এস, সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নকল প্রবণতা আমাদের শিক্ষাজীবনকে করে তুলছে দুর্বিসহ।

গত বছর অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী কেন্দ্রের ফলাফল দেখে সত্যিই হতাশ হতে হয়। সেখানে মাত্র শতকরা ৬–৮ জন ছাত্র–ছাত্রী পাস করেছে। এই ফলাফল সম্পর্কে বোর্ড কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা ছিল ঃ বোয়ালখালীতে নকল প্রবণতার দরুন পাসের হার কমে গেছে। কিন্তু আমি বলি, পরীক্ষা চলাকালীন সারাদেশে যে পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছিল, তার খবর আমরা জানতে পারি পত্রিকান্তরে। কারণ হিসেবে পত্রিকাসমূহে উল্লেখ ছিল নকলের দায়ে পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত। কিন্তু বোয়ালখালীতে কি ফলাফলও বহিষ্কৃত ছিল? শতকরা ৯৫ ভাগ–এর জবাব বোর্ড কর্তৃপক্ষকে দেয়ার জন্য বলছি না, শুধু জিজ্ঞাসা করছি।

আমি বলি, পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে হয় বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ফলাও করে প্রচার করতে পারেন, তাহলে দুর্নীতি এল কোত্থেকে? যদি পরীক্ষার্থীরা একশত ভাগ নকলও করেছিল, তাহলে আপনাদের পর্যবেক্ষকরা কি করেছিলেন? বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা ঃ গ্রামের অসহায় দরিদ্র–পিতামাতারা অনেক কষ্টে ছেলে মেয়েদের এস, এস, সি পরীক্ষাটা পাস করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিণামে তারা আজ এই কি পেলেন? অনেক দরিদ্র পিতামাতা হয়ত আজ আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা ফিসের টাকা যোগাড় করতে না পারায় তাদের সন্তানদের পরীক্ষা দেয়ার কথা ভাবছেন না।

আমরা জানি যেখানে সমাজের স্তরে স্তরে দুর্নীতি সেখানে নকলব্যাধিও হয়ে আসছে আমাদের জন্য চরমব্যাধি হিসেবে। কিন্তু বোয়ালখালীর ছাত্র–ছাত্রীরা যে ফলাফল পেয়েছে তা অনাকাংখিত। বলতে গেলে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই ফলাফল নিয়ে গত বছর চট্টগ্রামে একদিনের জন্য হরতালও পালিত হয়, কিন্তু এর পরেও কি বোর্ড কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে না? কেন এই প্রতিবাদ, হরতাল এই বিষয়ে জানতে চাই।

অজয় গুপ্ত (বাবলু)
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়